যায়যায়দিন

তারিখ 5 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার ৩৪ বছরে

দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে পরিচিত কুষ্টিয়া জেলায় স্থাপিত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ছায়াঢাকা মায়াঘেরা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর শহরের কোলাহলমুক্ত সম্পূর্ণ নিবিড় পরিবেশ, আর বাংলা সাহিত্যের প্রাণ পুরুষ প্রখ্যাত সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ীর স্মৃতিবিজড়িত এবং এশিয়ার বিখ্যাত বাউল সম্রাট লালন শাহের স্মৃতিধন্য এলাকায় অবস্থিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এটি। গত ২২ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টি ৩৪ বছরে পদার্পণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদ্যোপান্ত নিয়ে লিখেছেন আমাদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি আয়াজ আজাদ ও স্বপ্ন।

২২ নভেম্বর, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯৭৯ সালের আজকের এই দিনে কুষ্টিয়ার শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বর্তমানে পাঁচটি অনুষদ, ২২টি বিভাগ, একটি ইন্সটিটিউট, প্রায় ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী, ৩৬৭ জন শিক্ষক নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে দেশের প্রায় ১৪ শত ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা। তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারে বিশ্ববিদ্যালয়টি ধারণ করেছে এক আধুনিক রূপ।

এ দেশের ইসলামপ্রিয় ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী মানুষের অনেক ত্যাগ ও আন্দোলনের ফসল বর্তমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এর অতীত প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমালেও এ দাবি অব্যাহত থাকে। প্রায় সোয়া ২০০ বছরব্যাপী বাংলার জনগণের এ দাবি উপেক্ষিত হয়। ফলে আমাদের এই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। বাংলার মজলুম নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও জনদাবিকে সমর্থন করেন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে সোচ্চার হন। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'আমার পরিকল্পনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' নামে প্রবন্ধ লেখেন এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশের সাথে যোগাযোগ করেন। এ ছাড়া স্বাধীনতার পরপরই ইসলামের বিভিন্ন শাখার ওপর গবেষণা ও প্রকাশনার লক্ষ্যে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা দেশে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বাতাবরণ তৈরিতে সহায়তা করে।

দেশে উচ্চতর ইসলামী-শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পঠন-পাঠনের জন্য ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বৃহত্তর কুষ্টিয়া-যশোর জেলার শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে প্রথম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরের বছর ১৯৮০ সালের ২৭ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। এরপর ১৯৮১ সালের ৩১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক ড. এএনএম মমতাজ উদ্দিন চৌধুরীকে প্রথম উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। পরে ১৯৮৬ সালে দুটি অনুষদের অধীনে চারটি বিভাগে মোট ৩০০ জন ছাত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে একযোগে আরো পাঁচটি নতুন বিভাগ প্রবর্তিত হয়। সাধারণ ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবারের মতো ছাত্রী ও ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ছাত্রছাত্রী ভর্তির রেওয়াজ চালু করা হয়। ১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ ঠিকানায় শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। সেই সাথে উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের জন্য ১৯৯৩ সালের দিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল এবং পিএইচডি কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৬ সালে দেশের ১৪ শত ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাকে ডিগ্রি ও মাস্টার্সের সমমর্যাদা প্রদান করে তা পরিচালনার জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে অ্যাফিলিয়েশন ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্তমান সরকার ২০১০ সাল হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৩১টি মাদ্রাসায় পাঁচটি বিষয়ে অনার্স কোর্স খোলার অনুমতি প্রদান করে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে নেই।

১৭৫ একর আয়তনের এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আছে একটি তিনতলা প্রশাসনিক ভবন (আরও একটি পাঁচতলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণাধীন), চারটি ছাত্র হল, তিনটি ছাত্রী হল (একটি নির্মাণাধীন), একটি অত্যাধুনিক মিলনায়তনসহ ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (টিএসসিসি), ভাইস চান্সেলরের বাসভবনসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক কোয়ার্টার, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মারক একটি মুক্তবাংলা, একটি শহীদ মিনার, ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত শহীদের স্মারক শহীদ স্মৃতিসৌধ, একটি মসজিদ (দেশের তৃতীয় বৃহত্তম), একটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। সম্প্রতি ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্মাণ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। নির্মানাধীন রয়েছে একটি নতুন ছাত্রী হল (শেখ হাসিনা হল) ও 'ড. ওয়াজেদ মিয়া' দ্বিতীয় বিজ্ঞান ভবন। এছাড়াও ক্যাম্পাসের মধ্যে রয়েছে একটি ডাকঘর ও ইবি খানা। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এই মহাবিদ্যাপীঠটি এখন এ অঞ্চলের শিক্ষার উন্নয়নে প্রধান অবদান রেখে চলেছে।

মুক্তবাংলা ভাস্কর্য